তারিখ 06 NOV 2015 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

সমকাল

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন

দরিদ্র মেধাবীদের শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে

— রাষ্ট্রপতি

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ বলেছেন, দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার খরচ ব্যয়বহুল। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল বিত্তবানদের নয়, দরিদ্র মেধাবী সন্তানদেরও শিক্ষার সুযোগ দিতে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

গতকাল বৃহস্পতিবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বেসরকারি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে আচার্য হিসেবে দেওয়া ভাষণে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। তিনি

■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ২

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ বৃহস্পতিবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কৃতী শিক্ষার্থীদের স্বর্ণপদক পরিয়ে দেন

■ পিআইডি

দরিদ্র মেধাবীদের শিক্ষার সুযোগ

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজের পিছিয়েপড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করার সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম। এ জন্য উচ্চশিক্ষায় তাদের বৃত্তিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আরও বাড়াতে হবে।

আবদুল হামিদ বলেন, সম্প্রতি কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা হচ্ছে। আমাদের মনে রাখতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কখনোই যেন মুনাফা অর্জনকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে না পারে । তা হওয়া কাম্যও নয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যাতে প্রকৃত জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে পরিণত হয়, তা সম্মিলিতভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

সবার জন্য নিরাপদ আবাসস্থল হিসেবে একটি সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়তে কয়েক দশকের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। ছাত্রদের পাঠদান করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। এদেশের জনগণ সবসময় অসাম্প্রদায়িক ও অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সবার জন্য একটি সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষার্থীদের এই ঐতিহ্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, বিভিন্ন ধর্মের লোক এখানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করছেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম চর্চা করছেন। শিক্ষার্থীদের জানাতে হবে, এখানে মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের কোনো স্থান নেই। আর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের দেশের মূল্যবান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, তোমরা এখন গ্র্যাজুয়েট। দেশের মূল্যবান মানবসম্পদ। তোমাদের কাছে জাতির অনেক প্রত্যাশা। তোমরা তোমাদের মেধা ও জ্ঞান জনগণের কল্যাণে কাজে লাগাবে। উচ্চ শিক্ষার মান নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সফলতার সঙ্গে মোকাবেলা করতে শিক্ষার মান বজায় রাখতে হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা এবং নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করতে নতুন গ্র্যাজুয়েটদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টি স্যার ফজলে হাসান আবেদ এবং উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ সা'দ আন্দালিব। প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমানও সমাবর্তনে বক্তৃতা করেন। সমাবর্তনে মোট ৯৫৬ ছাত্রছাত্রীকে ডিগ্রি দেওয়া হয়।